July
2023

Newspaper Clips

Based on
Times of India | The Hindu | Economic Times | Financial Express | The Telegraph | Deccan | The Statesman | The Tribune | The Asian Age | Aajkaal | Anandabazar Patrika | Ekdin | Sanmarg | Eisamay | Business Line | Sangbad Pratidin

Chittaranjan National Cancer Institute
CNCI Library

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 01/07/2023

উপযুক্ত চিকিৎসায় সম্পূর্ণভাবে সেরে যায় প্রস্টেট ক্যান্সার –*আনন্দবাজার পত্রিকা, 1st July 2023*

উপযুক্ত চিকিৎসায় সম্পূর্ণভাবে সেরে যায় প্রস্টেট ক্যান্সার

ডা. অভিষেক মুখার্জি
National Kidney and Prostate Clinic

পুরুষদের ক্ষেত্রে যে ধরনের ক্যান্সার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তা হলো প্রস্টেটের ক্যান্সার। সাধারণত ষাট বছর বয়সের পর পুরুষদের এই রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। তবে পরিবারে এই ধরনের ক্যান্সারের ইতিহাস থেকে থাকলে এর চেয়ে কম বয়সেও এই রোগ হতে পারে। বর্তমানে ক্যান্সার নির্ণয় করার ও নিশ্চিত হবার নানারকম প্রক্রিয়া রয়েছে এবং তার চিকিৎসাও রয়েছে। তবুও যেসব পুরুষদের বয়স পঞ্চাশের ওপরে তাদের আগে থেকেই সাবধান হওয়া উচিত।

কীভাবে বা কেন প্রস্টেটের ক্যান্সার হয়, এবং কী প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করে এই রোগ এড়ানো যেতে পারে?

প্রস্টেট একটি প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন বা রিপ্রোডাক্টিভ অঙ্গ। সেই কারণে এটি ততদিন পর্যন্ত কর্মক্ষম এবং প্রয়োজনীয় থাকে যে বয়স পর্যন্ত কোনও পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা থাকে। পঞ্চাশ বছরের পর শরীরের এই গ্রন্থিটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং তারপরেই দেখা দেয় ক্যান্সারের আশঙ্কা। পরীক্ষায় দেখা গেছে যৌনতার ক্ষেত্রে বেশি সক্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে প্রস্টেটের ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার ঘটনা অনেক কম ঘটে। তাই এক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হলো বিবাহিত পুরুষদের ক্ষেত্রে সারা জীবন ধরে সপ্তাহে অন্তত তিনবার যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত। এছাড়াও অ্যান্টিঅ্যান্ড্রোজেন ড্রাগ যেমন ফাইনাসটেরাইড এর ব্যবহার ক্যান্সারের সম্ভাবনা কমায়। তবে এই ধরনের ড্রাগের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও থাকে। তবে যেসব পুরুষদের প্রস্টেট ক্যান্সারের বংশগত ইতিহাস রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যায়।

এই ধরনের ক্যান্সার কি আগে থেকে ধরা যায়?

অন্যান্য ক্যান্সারের মতোই প্রস্টেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও শুরু থেকে কোনও অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায় না, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রাথমিকভাবে ক্যান্সার মার্কারের ওপর ভরসা করতে হয়। PSA বা প্রস্টেট বিষয়ক অ্যান্টিজেন এক্ষেত্রে ক্যান্সার মার্কার হিসেবে কাজ করে। কিন্তু সাধারণ ও কম দামী রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা সম্ভব প্রস্টেট ক্যান্সারের সম্ভাবনা আছে কিনা। তবে PSA উন্নত হলে তা নিশ্চিতভাবে প্রস্টেট ক্যান্সার নির্দেশ করে না। এক্ষেত্রে প্রস্টাটিক সংক্রমণ এবং প্রস্রাবের বাধার কারণেও এমন হতে পারে। তাই ইউরো অঙ্কোসার্জন ক্যান্সার নির্ণয় করতে এক্ষেত্রে বায়োপসির ওপর নির্ভর করেন। এটি একটি ব্যথাহীন পদ্ধতি, যা ট্রান্সরেক্টাল পথের মাধ্যমে বাহিত হয় এবং প্রস্টেট ক্যান্সার নিশ্চিত করার এটাই একমাত্র পদ্ধতি।

কীভাবে আমরা ক্যানসারকে পর্যায়গুলোকে বুঝবো?

ক্যানসারের স্টেজ বলতে বোঝায় কীভাবে ক্যান্সার বিস্তার লাভ করছে তার পরিমাপ। এটা পিএসএমএ পেট সিটি স্ক্যান নামে একটি পেট সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এই স্ক্যান দ্বারা সমস্ত শরীরের যেখানে যেখানে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছে সবটাই দেখে নেওয়া যায়। এর ফলে ডাক্তার এবং রোগী উভয়েই রোগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেয়ে থাকেন এবং এই স্ক্যানের সাহায্যেই সার্জনের আগামী চিকিৎসা পদ্ধতি নির্দেশিত হয়।

অঙ্গ বিশেষে সীমাবদ্ধ রোগের চিকিৎসা

ক্যান্সার যদি প্রস্টেট গ্রন্থির সীমানায় থাকে তবে তাকে নির্মূল করা সম্ভব হয়। রাডিকাল প্রস্টেট সার্জারি দ্বারা এটি সম্ভব হয়। বর্তমানে এই সার্জারি মেশিনের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। এত ওপেন সার্জারির চেয়ে তুলনায় নিরাপদ কারণ প্রস্টেট পুরুষদের তলপেটের গভীরে অবস্থিত তাই এক্ষেত্রে ওপেন সার্জারি করা কিছুটা কঠিন। তাই ল্যাপারোস্কোপির মতো মেশিন চালিত সার্জারির দ্বারা এই ক্যান্সারের নিরাময় অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব।

অস্ত্রোপচারের পর সেরে ওঠা

কোনও দক্ষ ইউরো ক্যান্সার সার্জনের দ্বারা তিন থেকে চার ঘণ্টা সময়ে এই সার্জারিটি সম্পাদিত হয়। তিনদিন পর রোগী বাড়ি ফিরে যেতে পারেন। দু'সপ্তাহ পর রোগীর ক্যাথিটার খুলে দেওয়া হয় এবং সার্জারির তিন সপ্তাহ পর তিনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন। সাধারণত কিছুদিনের মধ্যেই প্রস্রাবের ধারাবাহিকতা ফিরে আসে এবং রোগী সুস্থ জীবনযাপন সক্ষম হন।

রাডিকাল প্রস্টেট সার্জারির পরে নিয়মিত চেক আপ

সাধারণত এই ধরনের রোগীদের সার্জারির পর দশ থেকে পনের বছর ধরে চেক আপে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রতি বছর দু'বার করে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তে PSAর মাত্রা দেখে নেওয়া হয়। সার্জারির পরেও যদি এই স্তরের মাত্রা উচ্চতার দিকে দেওয়া যায় তাহলে আবার ক্যান্সার ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে খুব ভালো একটি অ্যান্টিঅ্যান্ড্রোজেন থেরাপি রয়েছে যা মেডিকেল অঙ্কোলজি সহকর্মীরা পরিচালনা করেন এবং এর ফলে রোগীকে দীর্ঘ সময়ের জন্য স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনযাত্রার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়।

মনে রাখতে হবে:

১. প্রস্টেট ক্যান্সার একটি খুব সাধারণ রোগ যা পঞ্চাশ বছরের বেশি বয়সী পুরুষদের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

২. পঞ্চাশ বছরের ওপরে পুরুষদের প্রতি বছর প্রস্টেট ক্যান্সারের পরীক্ষা করানো প্রয়োজন।

৩. PSA একটি চমৎকার ক্যান্সার মার্কার।

৪. প্রস্টেট ক্যান্সার সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হতে পারে রাডিকাল প্রস্টেট সার্জারির মাধ্যমে, যা ল্যাপারোস্কোপির সাহায্যে করা হয়ে থাকে।

৫. আমরা নিশ্চিতভাবে এই রোগে আক্রান্তদের সুস্থ ও ব্যথাহীন জীবন ফিরিয়ে দিয়ে থাকি।

হেল্পলাইন - 8420017061/
9831297875

দৈনিক স্টেটসম্যান

Date: 01/07/2023

ব্রেস্ট ক্যান্সার মানেই পুরোটাই বাদ নয়ঃ ‘BCT’ পদ্ধতিতে ব্রেস্ট বাঁচিয়েও অপারেশন সম্ভব – *দৈনিক স্টেটসম্যান, 1st July 2023*

ব্রেস্ট ক্যান্সার মানেই পুরোটাই বাদ নয় :

‘BCT’ পদ্ধতিতে ব্রেস্ট বাঁচিয়েও অপারেশন সম্ভব

ডা. সৌমেন দাস, চিফ কনসালট্যান্ট
সার্জিকাল অঙ্কোলজি বিভাগ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ক্যানসার হাসপাতাল

‘ক্যানসার’ শব্দের সঙ্গে যেন মৃত্যু ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায়ে যদি ক্যানসার চিকিৎসা হয় তবে তা সম্পূর্ণরূপে নিরাময়যোগ্য। ব্রেস্ট বা স্তন ক্যানসারও এর ব্যতিক্রম নয়। এমনকী, স্টেজ ওয়ান বা টু-তে ব্রেস্ট বাঁচিয়েও অপারেশন করা সম্ভব BCT পদ্ধতিতে।

কী করে বুঝব, সচেতন থাকব?

যেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয় হতে সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব তাই ছোট অবস্থাতেই একে ধরে ফেলতে হবে। মনে রাখবেন যত বয়স বাড়বে তত ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়ে। ব্যথাহীন ‘ব্রেস্ট লাম্প’ (স্তনে ফোলা বা মাংসপিণ্ড) দেখতে পেলে অবশ্যই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। স্তনবৃন্ত দিয়ে রক্তক্ষরণ, হঠাৎ আকৃতি বদলে যাওয়া, স্তনবৃন্ত ভিতরের দিকে ঢুকে যাওয়া, বগলে ফোলা ইত্যাদি স্তন ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে। মনে রাখবেন ব্রেস্ট লাম্প মানেই কিন্তু ক্যানসার নয়, তবে তা পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

কীভাবে পরীক্ষা হবে?

স্তনে কোনও ফোলা বা অন্য সমস্যা থাকলে তা প্রথমে সার্জেন ডাক্তারবাবুকে দিয়ে পরীক্ষা করান। তিনি মনে করলে আলট্রা সোনোগ্রাফি বা ম্যামোগ্রাফি করবেন। প্রয়োজনে FNAC অথবা বায়োপসি করা হবে।

বায়োপসি করলে ক্যানসার ছড়িয়ে যাবে না তো?

এটি অত্যন্ত ভুল ধারণা। বায়োপসি করলে ব্রেস্ট ক্যানসার তাড়াতাড়ি নির্ণয় হয় মাত্র। নির্ণয় হলেই চিকিৎসা শুরু হবে এবং সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়বে।

কীভাবে চিকিৎসা হবে?

ব্রেস্ট ক্যানসারের মূল চিকিৎসা হল সার্জারি বা অপারেশন। একদম প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলে তা প্রায় নব্বই শতাংশ নিরাময়যোগ্য। BCT পদ্ধতির মাধ্যমে ব্রেস্ট বাঁচিয়েও অপারেশন সম্ভব।

অপারেশন মানেই কি ব্রেস্ট বাদ দিয়ে দেওয়া?

একদমই নয়। BCT পদ্ধতির মাধ্যমে ব্রেস্ট বাঁচিয়ে অপারেশন করা সম্ভব।

কী এই BCT পদ্ধতি?

ব্রেস্ট ক্যানসার যদি প্রাথমিক পর্যায়ে (Stage I, II এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে Stage III) থাকে, ব্রেস্ট বাঁচিয়েও অপারেশন সম্ভব। এক্ষেত্রে ‘অঙ্কোপ্লাস্টি’ পদ্ধতিতে ক্যানসার বাদ দেওয়া হয় এবং স্তনের সৌন্দর্যও রক্ষা করা হয়। এরপর রেডিওথেরাপির মাধ্যমে ভবিষ্যতে রোগ ফিরে আসার সম্ভাবনা কমিয়ে দেওয়া হয়।

সার্জারির পর কতদিনে সুস্থ হওয়া যাবে?

সাধারণত সার্জারির এক-দু’দিন পরেই ছুটি দেওয়া হয়।

কখন কেমোথেরাপি লাগে?

যদি রোগ নির্ণয় হতে দেরি হয়। Advanced বা Locally Advanced Stage-এ প্রথমেই কেমোথেরাপি দিয়ে ক্যানসারকে ছোট করে তারপর অপারেশন করা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে সার্জারির পর বায়োপসি অনুযায়ী কেমোথেরাপি দেওয়া হয়।

ব্রেস্ট ক্যানসার থেকে কি একদম সুস্থ হওয়া সম্ভব?

সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় এবং সঠিক চিকিৎসা করলে সত্যিই সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সম্ভব।

Date: 01/07/2023

ক্যান্সার নির্ণয়ে প্রশিক্ষণ জেলায়- *এই সময়, 1st July 2023*

ক্যান্সার নির্ণয়ে প্রশিক্ষণ জেলায়

এই সময়: ক্যান্সারের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় এই মারণরোগকে কেন্দ্রীয় এনসিডি (নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ) প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। তার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো ক্যান্সার স্ক্রিনিং। অর্থাৎ, দ্রুত রোগ নির্ণয়। ক্যান্সার ধরতে যাতে দেরি না হয়, সেই লক্ষ্যে এ বার কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের (সিএইচও) প্রশিক্ষণ-পর্ব শুরু হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর ও মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ওই প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার ১৭১৫ জন সিএইচও।

দৈনিক স্টেটসম্যান

Date: 01/07/2023

ক্যান্সার চিনতে কেন ভুল হয়- *দৈনিক স্টেটসম্যান, 1st July 2023*

ক্যান্সার চিনতে কেন ভুল হয়

প্রফেসর, ডা. অর্ণব গুপ্ত
Consultant Surgical Oncologist & Director, Saroj Gupta Cancer Centre & Research Institute, Thakurpukur, Kolkata

ক্যান্সারের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অর্গানাইজেশন (WHO)-র বিপদ সংকেত অনুযায়ী ২০২০ সালে প্রত্যেক চার জনের মধ্যে (অর্থাৎ প্রত্যেক পরিবারে) একজনের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এত গবেষণার পরেও আমরা অনেক ক্যান্সারের কারণ জানি না। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার ৮০ শতাংশ ক্যান্সার হচ্ছে তামাকজনিত। অর্থাৎ বিড়ি, সিগারেট, খৈনি, গুটখা, গুড়াখু, পানমশলা যদি আমরা সবই বর্জন করতে পারি পৃথিবীর বুক থেকে প্রায় অর্ধেক ক্যান্সার আমরা প্রতিরোধ করতে পারব। আর একটি দুর্ভাগ্যের বিষয়, এত শিক্ষা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও সভ্য ঘরেও এখনও ক্যান্সার অনেক দেরিতে ধরা পড়ছে।

ক্যান্সার দেরিতে ধরা পড়ার তিনটি প্রধান কারণ

১. প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক ক্যান্সারের কোনও উপসর্গ হয় না--- বিশেষ করে শরীরের মধ্যে হলে। শরীরের বাইরের দিকে ঘা বা কোনও ফোলা হলে--- যেমন চামড়া, মুখ, স্তন, হাত বা পায়ে হলে সেটা চট করে চোখে পড়ে। ব্রেন, ফুসফুস, পাকস্থলি, প্যানক্রিয়াস, গলব্লাডার ইত্যাদি জায়গায় হলে তার প্রাথমিক পর্যায়ে উপসর্গ বিশেষ থাকে না। কিছু উপসর্গ হলে ও সাধারণ মানুষ প্রথম দিকে তার অতটা গুরুত্ব দেয় না, বা নিজের মতো কিছু ওষুধ কিনে খান। যখন কষ্ট খুব বাড়ে তখন ক্যান্সার দেখা যায় অনেক বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেছে, যেখান থেকে সম্পূর্ণ নিরাময় হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

২. অনেক সাধারণ মানুষ 'যদি ক্যান্সার ধরা পড়ে' সেই ভয়ে চট করে ডাক্তারের কাছে যেতে চান না বা কোনও পরীক্ষা করাতে চান না। সবাইকার জানা দরকার যে ক্যান্সার শুরুতে ধরা পড়লে কম খরচে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁচিয়ে সম্পূর্ণ ভালো হওয়া সম্ভব।

৩. কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগী যদিও বা সঠিক সময় কিছু উপলব্ধি করেন-- কোনও আশেপাশে ভালো চিকিৎসাকেন্দ্রের ব্যবস্থা না পেতেও পারেন, যেখানে ক্যান্সার নির্ণয়ের অন্তত সাধারণ কিছু পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ক্যান্সার নির্ণয় করা যায় কিছু সাধারণ পরীক্ষার মাধ্যমে যেমন-- রক্তপরীক্ষা, এক্স-রে, ইউএসজি, এন্ডোস্কপি, বায়োপ্সি ইত্যাদি।

ক্যান্সারের উপসর্গ কী?

ক্যান্সার শরীরের কোন জায়গায় হয়েছে, তার ওপর অনেক সময় উপসর্গ নির্ভর করে। কিছু সাধারণ উপসর্গ হল-- ক্ষুধা কমে যাওয়া, দুর্বল লাগা, রক্তশূন্যতা, দ্রুত ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি। এইসব উপসর্গ ডায়াবিটিস, থাইরয়েডের অসুখ ইত্যাদি কারণেও হতে পারে, কিন্তু তার উপযুক্ত পরীক্ষার ফল যদি ঠিক থাকে তাহলে ক্যান্সারের সম্ভাবনাটা মাথায় রাখতে হবে।

এছাড়া আছে রক্তক্ষরণ-- বমি, পায়খানা, কাসি বা প্রসবের সাথে, অস্বাভাবিক মাসিক, টিবি, আলসার, পাইলস্ থেকেও এসব উপসর্গ হতে পারে-- এক্স-রে, এন্ডোস্কপি করলে সঠিক কারণ খুব সহজেই নির্ণয় করা যায়। পায়খানা রোজ স্বাভাবিক না হওয়া মলদ্বার বা যকৃতের ক্যান্সার থেকে হতে পারে-- কলোনোস্কপি করলে সেটি জানা সম্ভব হয়। ব্রেন টিউমার হলে অস্বাভাবিক মাথা যন্ত্রণা, বমি, চোখে দেখতে অসুবিধা, খাদ্যনালীর ক্যান্সারে খাবার আটকে যাওয়ার প্রবণতা, কণ্ঠনালীর ক্যান্সারে গলার স্বর অনেকদিন ধরে অস্বাভাবিক হওয়া, লিউকোমিয়া অর্থাৎ ব্লাড ক্যান্সার হলে ঘনঘন জ্বর আসা এসব হতে পারে। উপযুক্ত পরীক্ষা সঠিক সময়ে করে নেওয়া আবশ্যক।

আমরা যাতে শুরুতেই ক্যান্সার ধরতে পারি, তার জন্য আমাদের সবাইকে সচেতন হওয়া খুব প্রয়োজন। কোনও উপসর্গ বেশি দিন থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার এবং চিকিৎসাকেন্দ্রেরও উচিত উপযুক্ত পরীক্ষা করে নেওয়া।

আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গ্রামেগঞ্জে আরও উন্নত হওয়া দরকার। যে কোনও রকম তামাক আমাদের সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে ধরতে পারলে খুব কম খরচায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁচিয়ে সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব।

আজকাল

Date: 06/07/2023

ক্যান্সার আক্রান্ত কৃষ্ণাঙ্গীকে ধরে পেটাল মার্কিন পুলিশ – *আজকাল, 6th July 2023*

ক্যান্সার আক্রান্ত কৃষ্ণাঙ্গীকে ধরে পেটাল মার্কিন পুলিশ

সংবাদ সংস্থা

ওয়াশিংটন, ৫ জুলাই

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফের কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রহের অভিযোগ। এবার ক্যান্সার আক্রান্ত এক কৃষ্ণাঙ্গীকে রাস্তায় ফেলে পিটিয়ে চোখে লঙ্কাগুঁড়ো ছিটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল লস অ্যাঞ্জেলস পুলিশের বিরুদ্ধে। নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না বললেও ক্ষান্ত হয়নি পুলিশ। লয়েড জর্জের স্মৃতি ফেরাল ল্যাঙ্কাস্টারের এই ঘটনা। যদিও লয়েডের মতো পুলিশ এই মহিলারও গলা পা দিয়ে চেপে ধরেছিল কিনা স্পষ্ট নয়। ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হতেই সমালোচনার ঝড়।

লস অ্যাঞ্জেলস থেকে ৭৩ মাইল দূরের শহর ল্যাঙ্কেস্টার। শহরের উইনকো স্টোরের বাইরে ২৪ জুন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা ও তাঁর স্বামী দাঁড়িয়ে ছিলেন। চোর সন্দেহে তাঁদের ওপর চড়াও হয় লস অ্যাঞ্জেলসের পুলিশ। ভিডিওয় দেখা গেছে, পুলিশ এগিয়ে গিয়ে মহিলার স্বামীর হাতে জোর করে হাতকড়া পারায়। টুঁ শব্দ করতে নিষেধ করে। পুলিশের কাণ্ডকারখানার মোবাইলে রেকর্ড করছিলেন ওই ব্যক্তির স্ত্রী। দেখেই তাঁর দিকে ছুটে যান পুলিশ। তাঁকে সজোরে টেনে মাটিতে ফেলে মারধর করে। চোখে লঙ্কাগুঁড়ো ছিটিয়ে দেয়। গালমন্দ করতে থাকে। মহিলা চিৎকার করে প্রতিবাদ জানান। তাঁর স্বামী চিৎকার করে বলেন, উনি আমার স্ত্রী, ক্যান্সার আক্রান্ত। ওঁকে যেন মারধর করা না হয়। চিৎকার–চেঁচামেচিতে কর্ণপাত করেনি পুলিশ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লিসা মিশেল গ্যারেট নামে এক ব্যক্তি ঘটনা রেকর্ড করেন। গ্যারেটের দাবি, 'মহিলা বলছিলেন নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।' ঘটনার তদন্ত শুরু করে লস অ্যাঞ্জেলস কাউন্টি শরিফের দপ্তর। অভিযুক্তদের নাম প্রকাশ না করলেও, তাঁদের সাময়িকভাবে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

THE ASIAN AGE
Delhi | Mumbai | Kolkata | London

Date: 06/07/2023

Venus Remedies gets marketing approval- *The Asian Age, 6th July 2023*

Venus Remedies gets marketing approval

Pharma major Venus Remedies on Wednesday said it has received marketing approval from Oman, Malaysia, Bosnia and Trinidad and Tobago for key chemotherapy drugs. With this, it has secured 503 marketing approvals for its oncology products across 75 countries. These approvals will enable it to expand operations to new geographies and open up new avenues for advanced cancer treatment.

THE ASIAN AGE
Delhi | Mumbai | Kolkata | London

Date: 07/07/2023

GST Council likely to exempt IGST on cancer drug import- *The Asian Age, 7th July 2023*

GST Council likely to exempt IGST on cancer drug import

New Delhi, July 6: The GST Council at its next meeting on Tuesday is likely to exempt cancer medicine Dinutuximab imported by individuals from tax, decide on applicability of GST on food or beverages served in multiplexes and come out with a clear definition of utility vehicles for levying a 22 per cent cess, sources said.

The Council, chaired by Union finance minister and comprising state ministers, will also decide on GST exemption for satellite launch services provided by private players.

Besides, import of medicines and Food for Special Medical Purposes (FSMP) used in the treatment of rare diseases for personal use and also by centres of excellence are likely to be exempted from Integrated GST. Currently, such imports attract an IGST of 5 per cent or 12 per cent.

The fitment committee, comprising central and state tax officers, has recommended to the Council to clarify on these major issues at the 50th meeting of the Council on July 11.

In addition to the recommendations of the fitment committee, the Council will also consider the GoM report on online gaming,

finalise contours for setting up appellate tribunal, and demand of the industry for reimbursement of full CGST and 50 per cent IGST in 11 hill states under the 'scheme for budgetary support'.

With regard to rates, the fitment committee has recommended to the Council to define Multi Utility Vehicles (MUV) or multipurpose vehicles or crossover utility vehicles (XUVs) at par with the Sports Utility Vehicles (SUVs) for levy of a 22 per cent compensation cess over and above the 28 per cent Goods and Services Tax (GST) rate, sources said.

The committee has recommended that all utility vehicles, by whatever name called, would attract 22 per cent cess provided they meet three parameters -- length greater than 4-metre, engine capacity greater than 1,500 cc and ground clearance in 'unladen condition' of more than 170 mm.

The GST Council had in December last year clarified on the definition of SUVs. At that time, some states had asked for a similar clarification for MUVs.

The fitment committee has asked the GST Council to clarify that food and beverages served in cinema halls be taxed at 5 per cent and not 18 per cent as was being done in some multiplexes. Karnataka had raised the issue and demanded clarity from the Council.

The food or beverages served in a cinema hall is taxable as restaurant service, the committee said. However, if the sale of cinema ticket and supply of eatables such as popcorn or cold drinks etc. are clubbed and sold together, the entire supply should be treated as composite supply and taxed as per the applicable rate of the principal supply, which in this case is cinema ticket.

Currently, movie tickets below ₹100 are taxed at 12 per cent, while those above the threshold attract an 18 per cent GST. — *PTI*

আজকাল

Date: 08/07/2023

ওঁরা ক্যান্সার জয়ের কাহিনি শোনালেন- *আজকাল, 8th July 2023*

ওঁরা ক্যান্সার জয়ের কাহিনি শোনালেন

সাগরিকা দত্তচৌধুরি

ক্যান্সারেও যে আনসার মেলে, তারই প্রমাণ পাওয়া গেল। কিডনি, স্তন, ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েও হার না মেনে, ভয় না পেয়ে মনের জোরে লড়াই করে আজ তাঁরা জয়ী। এরকমই পাঁচ ক্যান্সারজয়ী নিজেদের লড়াই আর অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিলেন হাওড়ার নারায়ণা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে। পশ্চিম মেদিনীপুর টাউনের বাসিন্দা পুলিশকর্মী অমলেন্দু ভট্টাচার্য স্টেজ ফোর ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতে গেলে সেখানে চিকিৎসকরা দু'মাসের সময়সীমা বেঁধে দেন। কাশি হলেই মুখ দিয়ে রক্ত বেরোত। চিকিৎসায় এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। চাকরির পাশাপাশি যাত্রা, ঝুমুরগান বহাল তবিয়তে করতে পারছেন বলে জানালেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের বাসিন্দা রাজিয়া বেগমের (৪৪) স্তন ক্যান্সার ধরা পড়ে ২০২০ সালে। বছর দেড়েক আগে বছর পঞ্চান্নর আমির হোসেন সর্দারের ধরা পড়ে ফুসফুসে ক্যান্সার। ২০২২ সালে কিডনিতে টিউমার ধরা পড়ে লেক গার্ডেন্সের

চিকিৎসকের সঙ্গে ক্যান্সারজয়ী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। ছবি: দীপক গুপ্ত

বাসিন্দা সোমা বিশ্বাসের (৪৯)। অস্ত্রোপচারে টিউমার-সহ একটি কিডনি বাদ যায়। ২০০৬ সালে কসবার বাসিন্দা শিঞ্জিনী চ্যাটার্জির ডিম্বাশয়ে টিউমার অস্ত্রোপচার হয়। ফের ২০১৭ সালে স্তন ক্যান্সার ধরা পড়ে। অস্ত্রোপচারে ক্যান্সার-আক্রান্ত স্তন বাদ দিয়ে পুনর্গঠন করা হয়। ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাঃ চন্দ্রকান্ত এম ভি বলেন, 'প্রাথমিক অবস্থায় উপসর্গ ধরা পড়লে ক্যান্সার সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উপযুক্ত চিকিৎসায় এর বিস্তার আটকানো যায়।' ডাঃ বিবেক আগরওয়াল বলেন, 'এখানে দু'জন ফুসফুসের ক্যান্সার রোগীর কেউই ধূমপান করতেন না। এরকম ক্ষেত্রে অনেক সময় বংশগত কারণ দায়ী থাকে। খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপনে পরিবর্তন, ধূমপান, জর্দা-গুটখার মতো তামাকজাত দ্রব্য, জাঙ্ক ফুড বর্জন করলে অনেকটাই এড়ানো যায় ক্যান্সার।' ডাঃ নেহা চৌধুরি বললেন, 'ক্যান্সার ধরা পড়লে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি, আধুনিক থেরাপি, নতুন বিভিন্ন ওষুধের দ্বারা এই মারণ রোগকে হারিয়ে বছরের পর বছর সুস্থভাবে থাকা যায়।'

আজকাল

Date: 09/07/2023

রাজ্যের ৩৮ হাসপাতালে তৈরি হবে ক্যান্সার বিভাগ- *আজকাল, 9th July 2023*

রাজ্যের ৩৮ হাসপাতালে তৈরি হবে ক্যান্সার বিভাগ

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যের আরও ৩৮টি হাসপাতালে চালু হবে অঙ্কোলজি ইউনিট। ক্যান্সার চিকিৎসায় এখনও পর্যন্ত যে-সব হাসপাতালে পৃথক অঙ্কোলজি ইউনিট নেই, সেখানেও এবার করা হবে। শুধু তাই নয়, কোটি টাকার ওপর খরচ করে ক্যান্সার চিকিৎসায় লিনিয়র অ্যাক্সিলেরেটর (লাইন্যাক) মেশিন বসানো হবে রাজ্যের আরও চার মেডিক্যাল কলেজে। বর্তমানে কলকাতা মেডিক্যাল, মালদা মেডিক্যাল, আর জি কর এবং এনআরএস হাসপাতালে রয়েছে লাইন্যাক মেশিন। আগামী দিনে এসএসকেএম, সাগর দত্ত, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে এই মেশিন বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। তবে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে লাইন্যাক মেশিন বসতে আরও কিছুটা সময় লাগবে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর। উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করে লাইন্যাক মেশিন বসাতে প্রায় ৪০ কোটির মতো খরচ পড়ে।

সূত্রের খবর, রাজ্যের ২৪টা মেডিক্যাল কলেজ এবং ১৪টি হাসপাতালে হবে অঙ্কোলজি ইউনিট। ক্যান্সার চিকিৎসা পরিষেবা এবার মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। জেলার প্রত্যন্ত মানুষকে যাতে কলকাতার হাসপাতালে ছুটে আসতে না হয় তার জন্য এবার জেলার হাসপাতালে উপযুক্ত চিকিৎসা পরিকাঠামো তৈরি করা হবে। নতুন মেডিক্যাল কলেজগুলিকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। থাকবে ব্র্যাকি থেরাপির ব্যবস্থাও।

স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে রাজ্যের সব হাসপাতালে প্রতি শুক্রবার করে টিউমার বোর্ড বসে। এই বোর্ডে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম রয়েছে। বিভিন্ন বিভাগ মিলিয়ে ৮-১০ জন বিশেষজ্ঞ থাকেন। সার্জারি, মেডিসিন, গাইনি, ডেন্টাল, ইএনটি, প্যাথলজি, রেডিওলজি প্রভৃতি বিভাগের বিশেষজ্ঞরা থাকেন এই বোর্ডে। রোগীর টিউমার অস্ত্রোপচারের পর ক্যান্সারের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে বোর্ডের মাধ্যমে। নিয়মিত স্বাস্থ্যভবনে টিউমার বোর্ড তাদের কাজের রিপোর্ট অর্থাৎ রোগীদের স্ক্রিনিংয়ের ছবি ও যাবতীয় তথ্য পাঠিয়ে দেয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক শীর্ষ কর্তা জানান, যত দিন যাচ্ছে জরায়ু, ডিম্বাশয়, স্তন, মুখের ক্যান্সারের প্রকোপ বাড়ছে। এখন থেকেই ক্যান্সার চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো একটু একটু করে সর্বত্র করে ফেললে পরবর্তী সময়ে কোনও অসুবিধা হবে না। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ক্যান্সার চিকিৎসার পরিকাঠামোয় আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতেও ক্যান্সার স্ক্রিনিংয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক উপসর্গে যদি ক্যান্সার সন্দেহ হয় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার কাছাকাছি স্থানীয় হাসপাতালে রোগীকে পাঠানো হবে। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা-সহ পরবর্তী চিকিৎসা করা হবে। যদি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়ে সেখানে করা হবে। এরপর যদি রেডিয়েশনেরও প্রয়োজন হয়, তাহলে জেলার কাছাকাছি যে মেডিক্যাল কলেজে রেডিওথেরাপি বিভাগ রয়েছে সেখানে পাঠানো হবে।

THE TIMES OF INDIA

Date: 11/07/2023

Cancer patients spend ₹3.3L/year out-of-pocket on treatment: Study – *The Time of India, 11th July 2023*

Cancer patients spend ₹3.3L/year out-of-pocket on treatment: Study

DurgeshNandan.Jha
@timesgroup.com

New Delhi: A cancer patient spends close to Rs 3.3 lakh annually out-of-pocket on her or his treatment regardless of their status vis-à-vis insurance coverage, a study carried out among 12,148 cancer patients seeking treatment at seven top medical institutions in the country including AIIMS Delhi, PGI Chandigarh and Tata Memorial Centre Mumbai has revealed.

The study, which has been published in the journal 'Frontiers in Public Health (FPH)', shows that an average cancer patient spends Rs 8,053 per outpatient consultation out-of-pocket. The mean direct Out-Of-Pocket Expenditure (OOPE) per episode of hospitalisation is estimated as Rs 39,085.

But because of the repetitive nature of outpatient care, the study suggests, outpatient treatment is more likely to cause catastrophic health expenditure (CHE) and impoverishment (80% and 67%, respectively) than hospitalisation (30% and 17%, respectively).

Approximately 60% of the patients seeking outpatient treatment and 62.8% hospitalised patients were found to be covered under some health insurance schemes in the multicenter study.

Outpatient treatment includes chemotherapy as well as diagnostics for routine monitoring and supportive care. The researchers point out in the study that the majority of the publicly financed health insurance schemes include only inpatient care in its health benefits package, leaving outpatient care out of the ambit. Even for the inpatient care which is covered, the financial protection starts to kick in once the diagnosis is established, which implies that the initial diagnostics and staging in case of probable cancer cases is paid out-of-pocket by the patients, they add.

"The health benefits package of Ayushman Bharat PM-JAY should prioritise the expansion of cancer packages, by including the cost-effective treatments which may be delivered in outpatient care. Secondly, the digital payment systems should be used to finance the cost of diagnostic services available for staging of cancer patients before the treatment begins," the study, led by Dr Shankar Prija suggests.

CATASTROPHIC HEALTH EXPENDITURE

No. of cancer patients included in the study | **12,148**

Hospitals included | AIIMS Delhi, PGIMER Chandigarh, Tata Memorial Hospital Mumbai, CMC Vellore, Adyar Cancer Centre Chennai, BBCI Assam and GMCH Chandigarh

Annual out-of-pocket expenditure on cancer treatment

Components of out-of-pocket spend on outpatient treatment

Lab tests/diagnostics	36%
Medicines	28%
Travelling cost	21%
User fee	5%
Boarding/Lodging	4%
Food	4%
Informal payment and others	1%

Components of out-of-pocket expenditure on hospitalised patients

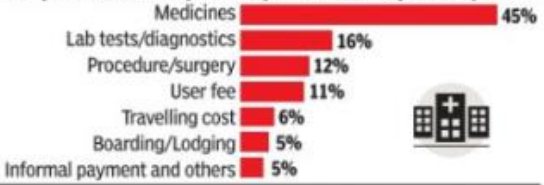

Times View: In 2020, cancer claimed over 8.5 lakh lives in India. The same year, it was estimated, over 2.7 million had the disease. It is well known that cancer can be managed, especially if diagnosed in time. But the survey shows that the cost of treatment for outpatients — especially those from middle or lower income groups — can be debilitating even in government hospitals. The survey underlines the need to find out ways and means for ensuring a more affordable treatment plan for such patients.

Date: 12/07/2023

ক্যান্সারে রোগীর খরচ বছরে ৩ লক্ষ পার, সমীক্ষায় চিন্তা- *এই সময়, 12th July 2023*

পরীক্ষা, যাতায়াত, থাকায় বিপুল ব্যয়

ক্যান্সারে রোগীর খরচ বছরে ৩ লক্ষ পার, সমীক্ষায় চিন্তা

এই সময়: রোগের নামেই আতঙ্ক। উপরন্তু খরচের বহরে সে আতঙ্ক দিনে দিনে ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছে যাচ্ছে। চিকিৎসায় আজকাল বহুক্ষেত্রে ক্যান্সার থেকে মুক্তি সম্ভব। কিন্তু খরচের বোঝা বয়ে সেই মুক্তি পাওয়া ক'জনের ক্ষেত্রে সম্ভব, সেই কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল দেশজুড়ে চালানো এক সমীক্ষার সম্প্রতি প্রকাশিত ফলাফল।

আর পাঁচটা চিকিৎসার মতো ক্যান্সার চিকিৎসাও বিনামূল্যে হয় এ রাজ্যের সরকারি পরিষেবায়। কিন্তু সেটা গোটা দেশের ছবি নয়। বেসরকারি ক্ষেত্রে তো বটেই, বাংলার বাইরে দেশের সেরা সরকারি হাসপাতালগুলিতেও অন্য পরিষেবার মতো ক্যান্সার চিকিৎসাতেও রোগী-পরিজনের খরচ বিপুল। সমীক্ষায় প্রকাশ, গরিব-বড়লোক নির্বিশেষে খরচের সেই অঙ্কটা বাৎসরিক গড়ে অন্তত ৩.৩০ লাখ টাকা। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া হাসপাতালগুলির মধ্যে রয়েছে দিল্লি-এইমস কিংবা পিজিআই-চণ্ডীগড় অথবা মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের মতো সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সিএমসি-ভেলোরের মতো বেসরকারি ট্রাস্ট পরিচালিত হাসপাতালও।

সর্বভারতীয় ওই সমীক্ষায় অবশ্য বাংলার কোনও হাসপাতাল নেই। কিন্তু যেহেতু এ রাজ্যের অসংখ্য রোগী উত্তর, পশ্চিম কিংবা দক্ষিণ ভারতের ওই সব হাসপাতালে ক্যান্সার চিকিৎসার জন্যে যান, তাই এই সমীক্ষার প্রতিফলন বঙ্গবাসী ক্যান্সার রোগীর পকেটেও পড়ে। 'ফ্রন্টিয়ার্স পাবলিক হেলথ' জার্নালে সমীক্ষাটি গবেষণাপত্র আকারে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ১২,১৪৮ জন রোগীর উপরে হওয়া ওই সমীক্ষা বলছে, হাসপাতাল-পর্বে সবচেয়ে বেশি টাকা যায় ওষুধপত্র কেনার পিছনে, প্রায় ৪৫%। এবং আউটডোরে দেখানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি খরচ হয় রক্তপরীক্ষা-সহ বিভিন্ন ডায়গনস্টিক টেস্টে, যা প্রায় ৩৬%।

আরজি কর হাসপাতালের রেডিয়োথেরাপি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান চিকিৎসক, প্রবীণ ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, 'সরকারি পরিষেবায় চিকিৎসা হলেও ডায়গনস্টিক পরীক্ষার খরচ এ রাজ্যেও রোগীকে বইতে হয়।' তিনি জানাচ্ছেন, এ রাজ্যে সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা মেলে ঠিকই। কিন্তু সেটা অ্যাক্টিভ ট্রিটমেন্ট। অর্থাৎ হাসপাতালে থেকে কেমোথেরাপি, রেডিয়োথেরাপি, সার্জারির মতো চিকিৎসা। ফলো-আপ থেরাপিতে ওষুধটুকুই শুধু বিনামূল্যে মেলে। কিন্তু মাস ছয়েক থেকে বছর দেড়েকের যে ফলো-আপ ট্রিটমেন্ট চলে, এবং সেই সময়ে যে নিয়মিত রক্তপরীক্ষা, সিটি স্ক্যান কিংবা পেট সিটি'র মতো পরীক্ষা করাতে হয়, সরকারি হাসপাতালে জলদি ডেট মেলে না বলে, রোগীকে বাইরে থেকেই সে সব করাতে হয় পকেটের টাকা দিয়ে।

একই সুর এনআরএসের রক্তরোগ বিভাগের প্রাক্তন প্রধান, বিখ্যাত হেমাটো-অঙ্কোলজিস্ট প্রান্তর চক্রবর্তীর গলাতেও। তাঁর সংযোজন, 'ক্যান্সারের চিকিৎসা মানে তো শুধু ওষুধপত্র, অপারেশন আর ডায়গনস্টিক পরীক্ষার খরচ নয়। সেই সঙ্গে টানা চলে দূর-দূরান্ত থেকে কলকাতার হাসপাতালে যাতায়াতের এবং শহরে থাকা-খাওয়ার খরচও। সেটাও কম নয়।' সমীক্ষার রিপোর্টেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই ধরনের নানা নন-মেডিক্যাল খরচে। তাতে বলা হয়েছে, মোট খরচের ৬-২১% যাতায়াতের পিছনে এবং ৪-৫% থাকা-খাওয়ার পিছনে খরচ হয় রোগী-পরিজনের। কেননা, কোথাও রোগী একা যান না, সঙ্গে থাকেন বাড়ির অন্তত একজন। রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্যকর্তারাও মানছেন, এই খরচটা সরকারি পরিষেবার সুবিধা নেওয়া রোগীদেরও বইতে হয়। সেই খরচ কমানোর লক্ষ্যেই ক্যান্সার চিকিৎসা ও রোগনির্ণয়ের পরিষেবা রাজ্যজুড়ে ছড়ানো হচ্ছে। স্বাস্থ্যভবনের এক আধিকারিক বলেন, 'আপাতত সব জেলা হাসপাতালে সপ্তাহে দু'-তিন দিন অঙ্কোলজি আউটডোর হয় এবং রোগী ভর্তিও হন। চলে কেমোথেরাপি। এই পরিষেবা মহকুমা-স্তরে সম্প্রসারণের চেষ্টা চলছে।' তাঁর দাবি, এই সুবিধা মহকুমা-স্তরে ছড়িয়ে পড়লে যেমন বিভিন্ন ডায়গনস্টিক টেস্টের ডেট পেতে সমস্যা হবে না, তেমনই দূর-দূরান্ত থেকে রোগীদের কলকাতাতেও আসতে হবে না। ফলে যাতায়াত, থাকা-খাওয়ার খরচও সাশ্রয় হবে।

ক্যান্সারের চিকিৎসা ব্যয়

কী বাবদ	ইন্ডোর পরিষেবা	আউটডোর পরিষেবা
ওষুধপত্র	৪৫%	২৮%
ডায়গনস্টিক	১৬%	৩৬%
অপারেশন	১২%	—
যাতায়াত	৬%	২১%
থাকা	৫%	৫%
খাওয়া	—	৪%
আনুষঙ্গিক খরচ	১১%	৫%
অন্যান্য	৫%	১%

তথ্যসূত্র: ফ্রন্টিয়ার্স পাবলিক হেলথ জার্নাল

सन्मार्ग
खबरें अनेक सच्चाई एक
sanmarg.in

Date: 13/07/2023

कैंसर की दवा सस्ती होने से लोगों को होगा लाभ : मांडविया

नयी दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में काम आने दवाओं के सस्ता होने से आम लोगों को लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि दवाओं पर वस्तु एवं सेवाकर घटाने से गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, 'कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों की जीएसटी दर शून्य करने के लिये प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का हार्दिक आभार। स्वास्थ्य भारत में सेवा है। इस निर्णय से देश के गरीब एवं मध्यम वर्ग को लाभ होगा।'

আজকাল

Date: 15/07/2023

ক্যান্সার হতে পারে চিনির বিকল্প অ্যাসপারটেমে, সতর্ক করল হু – *আজকাল, 15th July 2023*

ক্যান্সার হতে পারে চিনির বিকল্প অ্যাসপারটেমে, সতর্ক করল হু

পিটিআই

লিয়ঁ, ১৪ জুলাই

নরম পানীয়, চিউইং গাম এবং আরও অজস্র বাজার চলতি খাবারে মজুত অ্যাসপারটেম ক্যান্সারের 'সম্ভাব্য' কারণ। সতর্ক করল হু। একই বিষয়ে গবেষণা করে পৃথক এক বিশেষজ্ঞ দল আবার জানিয়েছে, চিনির পরিবর্ত অ্যাসপারটেম স্বল্প পরিমাণে ব্যবহার হলে, তেমন ক্ষতিকারক নয়। দুটি গবেষণার সারাংসার নিয়ে আজ রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে।

একটি গবেষণা করেছে হু-র অধীনস্থ 'ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার'। অন্য রিপোর্টটি তৈরি করেছে হু এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের গোষ্ঠী 'ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন'। ফ্রান্সের লিয়ঁর 'ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন সেন্টার' (এআইআরসি) তাদের রিপোর্টে অ্যাসপারটেম-কে ক্যান্সারের সম্ভাব্য কারণ হিসেবেই দেখছে। এর আগে অ্যালোভেরার নির্যাস-সহ অন্তত ৩০০-র বেশি পণ্যকে বিপজ্জনক তালিকায় রাখা হয়েছে।

অ্যাসপারটেম কম ক্যালরিযুক্ত চিনির একটি বিকল্প। সাদা, মিহি গুঁড়ো, চিনির মতো দেখতে। তবে চিনির চেয়ে ২০০ গুণ বেশি মিষ্টি। ডায়েট কোক, লো ক্যালরির হিসেবে প্রচারিত আইসক্রিম, কাফ ড্রপে ব্যবহার হয়। নেশার পদার্থের মতোই বিপজ্জনক গণ্য করা হয় ইওরোপ ও আমেরিকায়। কারণ এটা অভ্যাস ধরিয়ে দেয়। হু-র ক্যান্সার এজেন্সি মানুষ এবং পশুর ওপর পরীক্ষা করে জানিয়েছে লিভার ক্যান্সার হওয়ার 'কিছু' সম্ভাবনা আছে।

Date: 15/07/2023

চিনির বদলি অ্যাসপাটেম কি ডাকছে ক্যান্সারকে- *এই সময়, 15th July 2023*

চিনির বদলি অ্যাসপার্টেম কি ডাকছে ক্যান্সারকে

এই সময়: আপনি কি 'ডায়েট' কোলায় চুমুক দিয়েই নিশ্চিন্ত? চায়ের পেয়ালায় চিনির বিকল্প বড়ি মিশিয়ে ভাবছেন, ওজনকে বাগে রাখা গেল?

এতেই যদি অভ্যস্ত হয়ে পড়েন, তবে জেনে রাখুন, চিনির অনুপস্থিতিতে ওজন হয়তো আপনার বাড়বে না, কিন্তু চিনির বিকল্প অ্যাসপার্টেম নামের আর্টিফিশিয়াল সুইটেনারের দৌলতে ক্যান্সারের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। শুক্রবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এবং আরও তিনটি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংগঠনের যৌথ বিবৃতিতে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। অবশ্য কখনও-সখনও বা অতি অল্প পরিমাণে অ্যাসপার্টেম খেলে ভয়ের কিছু নেই বলেও জানিয়েছে হু।

অ্যাসপার্টেম নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। তাই ইন্টারন্যাশনাল

সতর্ক করল হু

এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার (আইএআরসি), ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (এফএও) এবং জয়েন্ট এক্সপার্ট কমিটি অন ফুড অ্যাডিটিভস (জেইসিএফএ)— এই তিনটি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অ্যাসপার্টেম নিয়ে হু চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে গত কয়েক বছর ধরে। তার পরেই শুক্রবার বিবৃতি জারি করে হু জানিয়ে দিয়েছে, শরীরের প্রতি কেজি ওজন হিসেবে দৈনিক ৪০ মিলিগ্রাম হলো অ্যাসপার্টেমের সহনসীমা। অর্থাৎ, একজন ৭০ কেজি ওজনের মানুষের ক্ষেত্রে দৈনিক উর্ধ্বসীমা ২.৮ গ্রাম।

এর বেশি অ্যাসপার্টেম রোজ শরীরে ঢুকলে যে ক্যান্সার (মূলত লিভারে) হবেই, তা অবশ্য জোর দিয়ে বলেনি হু।

▶ এরপর ছয়ের (এই শহর) পাতায়

এই সময়

Date: 15/07/2023

Cont... ' চিনির বদলি অ্যাসপার্টেম কি ডাকছে ক্যান্সারকে' - *এই সময়, 15th July 2023*

চিনির বদলি অ্যাসপার্টেম

▶ প্রথম পাতার পর

বলেছে, 'লিমিটেড এভিডেন্স' থেকে বলা যায় যে, অ্যাসপার্টেম হলো ক্যান্সারের অন্যতম সম্ভাব্য কারণ। কেন 'সম্ভাব্য' বলা হয়েছে? হু-এর ব্যাখ্যা, এ ব্যাপারে বিশদ গবেষণার অভাব রয়েছে। যে সামান্য কয়েকটি স্টাডি রয়েছে, তাতে এখনই জোর দিয়ে অ্যাসপার্টেমকে 'পোটেন্ট কার্সিনোজেনিক' বা ক্যান্সারের জন্ম দিতে পটু বলার সময় আসেনি। একই বক্তব্য ইউনাইটেড স্টেটস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (ইউএসএফডিএ)।

কীসে কীসে অ্যাসপার্টেম থাকে?

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, 'ডায়েট' অথবা সুগার-ফ্রি' গোত্রের কোল্ড/সফট ড্রিঙ্ক, চিউয়িং গাম, ইনস্ট্যান্ট কফি, আইসক্রিম, ইয়োগার্ট, টুথপেস্ট, কাফ সিরাপ, লিকুইড অ্যান্টাসিড, চিবিয়ে খাওয়ার ভিটামিন ট্যাবলেট ইত্যাদিতে দেদার ব্যবহৃত হয় অ্যাসপার্টেম। কী করে বোঝা যাবে, কোনটা কতটা সহনীয়? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিটি পণ্যের লেবেলে ছাপার অক্ষরে লেখা অ্যাসপার্টেমের পরিমাণ দেখেই বুঝতে হবে ব্যবহারকারীকে। চা-কফি-পানীয়কে মিষ্টি করতে অ্যাসপার্টেমের যে সব বড়ি বা পাউডার পাওয়া যায়, তাতেও লেখা থাকে একটি বড়ি বা এক চামচ পাউডারে কতটা অ্যাসপার্টেম রয়েছে। মোটামুটি বলতে গেলে, একটি ডায়েট সফট ড্রিঙ্কে যেহেতু ২০০-৩০০ মিলিগ্রাম অ্যাসপার্টেম থাকে, তাই ৭০ কেজি ওজনের কোনও ব্যক্তি বড় জোর ৯-১৪টি ক্যান পান করতে পারেন। যদিও আম ভারতীয় সাধারণত এই পরিমাণ কোল্ড ড্রিঙ্ক প্রতিদিন পান করেন না বলে স্বস্তি প্রকাশ করছেন চিকিৎসকদের একাংশ। কিন্তু তাঁরা মনে করিয়ে দিয়েছেন অন্যান্য পণ্যগুলির কথাও। তবে অ্যাসপার্টেমের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। সে জন্যই স্টিভিয়ার মতো ন্যাচরাল আর্টিফিশিয়াল সুইটেনারযুক্ত পণ্যগুলির লেবেলে আজকাল 'অ্যাসপার্টেম নেই' জাতীয় শব্দবন্ধও লেখা থাকে।

বিশিষ্ট লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ অভিজিৎ চৌধুরী বলছেন, অ্যাসপার্টেম থেকে যে ফ্যাটি লিভার-সহ বেশ কিছু লিভারের অসুখ হয়, সে কথা আগে থেকেই জানা। তাই লিভারে ক্যান্সার (হেপাটো-সেলুলার কার্সিনোমা) হতেই পারে সেখান থেকে। তবে হু বিষয়টা নিয়ে বলতে গিয়ে 'লিমিটেড এভিডেন্স' কথাটা উল্লেখ করেছে মানেই ব্যাপারটা যে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়, সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

অভিজিতের কথায়, 'মনে রাখতে হবে, কয়েক দশক আগে যখন ধূমপানের কারণে ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কার কথা প্রথম বলা হয়েছিল, তখন পোক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে বলা হয়নি। বলা হয়েছিল একেবারে প্রাথমিক কিছু পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে। অ্যাসপার্টেমের ক্ষেত্রেও তা-ই। আগামী দিনে অনেক সমীক্ষা-গবেষণা এ ব্যাপারে পোক্ত প্রমাণ দেবে বলেই আমার বিশ্বাস।' একই সুর পুষ্টিবিদ অরিজিৎ দে-র গলাতেও— 'রোগীর ডায়েট চার্ট বানাতে গিয়ে আমরা এই ঝুঁকির কারণেই কখনও অ্যাসপার্টেম ব্যবহার করতে বলি না। এখন হু-ও বলছে, আমাদের সন্দেহটা ভুল ছিল না। চিনি এড়িয়ে মিষ্টি স্বাদ বজায় রাখতে চাইলে বরং গুড় অনেক ভালো বিকল্প।'

THE TIMES OF INDIA

Date: 15/07/2023

Artificial sweetener aspartame 'possibly' carcinogenic: WHO- *The Times of India, 15th July 2023*

Artificial sweetener aspartame 'possibly' carcinogenic: WHO

But Safe At Already-Agreed Levels, Says The Health Body; USFDA Stands By Longstanding Position That It's Harmless

The sweetener aspartame is a "possible carcinogen" but it remains safe to consume at already-agreed levels, two groups linked to the World Health Organization declared on Friday. The rulings are the outcome of two separate WHO expert panels, one of which flags whether there is any evidence that a substance is a potential hazard, and the other which assesses how much of a real-life risk that substance actually poses.

The declaration of a cancer risk associated with aspartame reflects the first time the prominent international body has weighed in publicly on the effects of the nearly ubiquitous artificial sweetener. Aspartame has been a contentious ingredient for decades. Aspartame, one of six sweeteners approved by US regulators, is found in thousands of products, from packets of Equal to sugar-free gum, diet sodas, teas, energy drinks and even yogurts. It is also used to sweeten various pharmaceutical products.

In a press conference ahead of the announcement, the WHO's head of nutrition, Francesco Branca said: "If consumers are faced with the decision of whether to take cola with sweeteners or one with sugar, I think there should be a third option considered — which is to drink water instead," Branca said.

Aspartame is a low-calorie artificial sweetener that is about 200 times sweeter than sugar. It is a white, odorless powder and the world's most widely used artificial sweetener

WHO's Cancer arm, International Agency for Research on Cancer (IARC), said it based its conclusion that aspartame was a "possible carcinogen" on limited evidence from three observational studies of humans that the agency said linked consumption of artificially sweetened beverages to an increase in cases of liver cancer — at levels far below a dozen cans a day.

IARC does not take into account how much a person would need to consume to be at risk, which is considered by a separate panel, the WHO and Food and Agriculture Organization (FAO) Joint Committee on Food Additives (JECFA). After undertaking its own comprehensive review, JECFA said that it did not have convincing evidence of harm caused by aspartame, and continued to recommend that people keep their consumption levels of aspartame below 40mg/kg a day. The WHO has previously determined that an adult weighing 70kg can consume 9 to 14 cans of soda daily, each containing 200 to 300mg of aspartame.

The US Food and Drug Administration, which approved aspartame decades ago, on Thursday issued an unusual criticism of the global agency's findings and reiterated its longstanding position that the sweetener is safe. It said it "disagrees with IARC's conclusion that these studies support classifying aspartame as a possible carcinogen to humans." The FDA also said that "aspartame being labeled by the WHO as 'possibly carcinogenic to humans' does not mean that aspartame is actually linked to cancer." REUTERS & NYT

একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

Date: 16/07/2023

ক্যান্সারের জন্য দায়ী হতে পারে কৃত্রিম চিনি, সতর্ক করল হু- *একদিন, 16th July 2023*

ক্যানসারের জন্য দায়ী হতে পারে কৃত্রিম চিনি, সতর্ক করল হু

ওয়াশিংটন, ১৫ জুলাই: ক্যানসারের জন্য দায়ী হতে পারে কৃত্রিম শর্করা বা চিনিও। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) অধীনে থাকা একটি কমিটির তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে। তবে কৃত্রিম চিনি অ্যাসপারটেমকে এখনও পর্যন্ত 'সম্ভাব্য কারসিনোজেন (যা ক্যানসার ঘটায়)'-এর তালিকায় রেখেছেন গবেষকরা। তাঁদের দাবি, কৃত্রিম চিনিই যে ক্যানসারের কারণ,

তার সপক্ষে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। সম্পূর্ণ তথ্যপ্রমাণ পাওয়ার আগে সম্ভাব্যের তালিকাতেই রাখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, হু-র অধীনে কোনও খাবার থেকে রোগ ছড়াতে পারে কি না দেখার জন্য দু'টি সংস্থা রয়েছে। একটি সংস্থা খাবারটি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর কি না তা দেখার চেষ্টা করে। অন্য সংস্থাটি খাবারের কতটা পরিমাণ শরীরের জন্য ক্ষতিকর তার পরিমাপ করে।

অ্যাসপারটেম কতটা খাওয়া উচিত, তার একটি পরিমাণ হু-র তরফে আগেই নির্ধারিত করে দেওয়া আছে। সারা দিনে শরীরের প্রতি এক কেজিতে ৪০ মিলিগ্রামের বেশি অ্যাসপারটেম প্রবেশ করলে বড়সড় ক্ষতির আশঙ্কা থাকে বলে জানিয়েছে হু। এই পরিমাপটিই আপাতত মেনে চলতেই বলছে হু। ঠান্ডা পানীয় থেকে চুইংগাম, বাজারজাত অধিকাংশ মিষ্টি দ্রব্যের মধ্যেই থাকে অ্যাসপারটেম। এদিন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ফ্রানসেসকো ব্রাঙ্কা একটি পরামর্শ দেন। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, ঠান্ডা পানীয় সাধারণ চিনি বা কৃত্রিম চিনি দিয়ে খাওয়ার বদলে আরেকটি বিকল্পও রয়েছে। তা হল শুধু জল খাওয়া! শুক্রবারের প্রথম ঘোষণায় 'ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যানসার'-এর তরফে জানানো হয় কৃত্রিম চিনি সম্ভাব্য কারসিনোজেন।

আজকাল

Date: 20/07/2023

ক্যান্সার রোগীদের জন্য কেশদান স্কুলপড়ুয়াদের - *আজকাল, 20th July 2023*

ক্যান্সার রোগীদের জন্য কেশদান স্কুলপড়ুয়াদের

আজকালের প্রতিবেদন

ডাঃ অগ্নিমিতা গিরি সরকার শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন প্রফুল্ল সেন গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শবরী মুখার্জির হাতে।

ক্যান্সার আক্রান্তদের জন্য কেশ দান করল স্কুলপড়ুয়ারা। নৈহাটির প্রফুল্ল সেন গার্লস হাই স্কুলের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ঐকতান অডিটোরিয়ামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'দিশা ফর ক্যান্সার'–এর সহযোগিতায় ক্যান্সার সচেতনতার প্রচার করা হয় ছাত্রীদের মধ্যে। দিশার তরফে স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে ক্যান্সার সচেতনতায় একটি কর্মসূচি আগেই দেওয়া হয়েছিল। তারই ফলস্বরূপ অনুষ্ঠানে মোট ৭০ জন কেশ দান করে, তার মধ্যে ৬০ জনই ওই স্কুলের ছাত্রী। দিশার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ডাঃ অগ্নিমিতা গিরি সরকার মহিলাদের মধ্যে ক্যান্সার সচেতনতার ওপর আলোকপাত করেন। দিশার সদস্য ক্যান্সারজয়ীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শবরী মুখার্জি–সহ আরও দুই সহকারী শিক্ষিকা। এদিন কয়েকজন পুরুষও কেশ দান করেন। তার মধ্যে ছিলেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শান্তনু রায়।

THE ASIAN AGE
Delhi | Mumbai | Kolkata | London

Date: 22/07/2023

Celebrated US hacker died in Las Vegas after 14-month battle with pancreatic cancer

Felon turned cyber guru Mitnick dead at 59- *The Asian Age, 22th July 2023*

SECTOR | PIONEER **Celebrated US hacker died in Las Vegas after 14-month battle with pancreatic cancer**

Felon turned cyber guru Mitnick dead at 59

Las Vegas, July 21: Kevin Mitnick, whose pioneering antics tricking employees in the 1980s and 1990s into helping him steal software and services from big phone and tech companies made him the most celebrated U.S. hacker, has died at age 59.

Mitnick died Sunday in Las Vegas after a 14-month battle with pancreatic cancer, said Stu Sjouwerman, CEO of the security training firm KnowBe4, where Mitnick was chief hacking officer.

His colorful career from student tinkerer to FBI-hunted fugitive, imprisoned felon and finally respected cybersecurity professional, public speaker and author tapped for advice by US lawmakers and global corporations mirrors the evolution of society's grasp of the nuances of computer hacking.

Kevin Mitnick

Through Mitnick's professional trajectory, and what many consider the misplaced prosecutorial zeal that put him behind bars for nearly five years until 2000, the public has learned how to better distinguish serious computer crime from the mischievous troublemaking of youths hellbent on proving their hacking prowess.

He never hacked for money, said Sjouwerman, who became Mitnick's business partner in 2011. He was mostly after trophies, chiefly cellphone code, he said.

Much fanfare accompanied Mitnick's high-profile arrest in 1995, three years after he'd skipped probation on a previous computer break-in charge. The government accused him of causing millions of dollars in damages to companies including Motorola, Novell, Nokia and Sun Microsystems by stealing software and altering computer code.

But federal prosecutors had difficulty gathering evidence of major crimes, and after being jailed for nearly four years, Mitnick reached a plea agreement in 1999 that credited him for time served.

Mitnick was released from prison in 2000. — *AP*

একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

Date: 23/07/2023

ক্যান্সার সচেতনতায় আলোচনা সভা, দেখা গেল আশার আলো- *একদিন, 23rd July 2023*

ক্যান্সার সচেতনতায় আলোচনা সভা, দেখা গেল আশার আলো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অতীতে ক্যান্সার মানেই ছিল 'নো অ্যান্সার'। অর্থাৎ, ক্যান্সার মানেই মৃত্যুর পরোয়ানা। কিছুই করার থাকত না রোগীর। চিকিৎসকরা ছিলেন অসহায়। এই মারণরোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চিকিৎসা পদ্ধতিই ছিল না তাঁদের কাছে। সেই পরিস্থিতি পাল্টেছে আমূল। এখন কিন্তু ক্যান্সারেরও 'অ্যান্সার' রয়েছে। কেটেছে অসহায়তা।

বুধবার আসানসোলের কাল্লায় ইসিএল সেন্ট্রাল হাসপাতালে ক্যান্সার বিষয়ক আলোচনায় সেটাই তুলে ধরা হল বিপি পোদ্দার হাসপাতালের তরফে। বিষয়বস্তু ছিল, 'নিউ এজ টেকনোলজি ইন ক্যান্সার কেয়ার এবং পারস্পেকটিভ অফ মেডিকেল অ্যান্ড সার্জিকাল অঙ্কোলজিস্ট।' সেখানে বক্তব্য রাখলেন ডা. প্রশান্ত পাণ্ডে এবং ডা. সানি খান্না। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য চিকিৎসকরাও।

চিকিৎসক প্রশান্ত পাণ্ডের কথায়, 'ওষুধ দিয়ে ও অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কীভাবে ক্যান্সারকে দূর করা যায়, সেটা নিয়েই আলোচনা হয়েছে। স্মল টাইরোসিন কাইনেজ ইনহিবিটরের মতো নতুন মেডিসিন যেমন কেমোথেরাপিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। যা ক্যান্সারের বৃদ্ধির অন্তরায়। ক্যান্সারের চিকিৎসায় নতুন পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ইমিউনোথেরাপি, টার্গেটথেরাপি (অ্যান্টিবডি ড্রাগ কনজুগেট)। এর ফলে ক্যান্সারকে অনেক ক্ষেত্রেই থামিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।' ডা. সানি খান্না জানান, ক্যান্সারের চিকিৎসায় অত্যাধুনিক অস্ত্রোপচারের কথা। ডিএস্কেলেশন ট্রিটমেন্ট, অরগ্যান প্রিজারভেশন, ইমিউনো বায়োপসি, মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি (ল্যাপারোস্কোপিক), রোবোটিক সার্জারির মাধ্যমে কীভাবে ক্যান্সারমুক্ত করা যায়, সেটাই তুলে ধরেন তিনি। ক্যান্সার চিকিৎসার এই যাবতীয় অত্যাধুনিক পরিষেবাই রয়েছে বিপি পোদ্দার হাসপাতালে। ডা. প্রশান্ত পাণ্ডের কথায়, ক্যান্সার যদি প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়ে, এমনকী কোনও কোনও ক্ষেত্রে থার্ড স্টেজ পর্যন্ত ধরা পড়লেও তার চিকিৎসা সম্ভব।

দৈনিক স্টেটসম্যান

Date: 28/07/2023

বিশ্ব মাথা ও ঘাড়ের ক্যান্সার দিবস- *দৈনিক স্টেটসম্যান, 28th July 2023*

বিশ্ব মাথা ও ঘাড়ের ক্যান্সার দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি— ক্যান্সারকে পরাস্ত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে তামাক ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে কার্কিনোস হেলথকেয়ার বিশ্ব মাথা ও ঘাড়ের ক্যান্সার দিবসে (বিশ্ব হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সার দিবস) কলকাতা মেডেলা কার্কিনোস অনকোলজি ইনস্টিটিউটে একটি সচেতনতামূলক সেশনের আয়োজন করে এবং বিভিন্ন ধরনের মাথা ও ঘাড়ের ক্যান্সার, এর লক্ষণ এবং প্রতিরোধের পাশাপাশি স্ক্রিনিং ও প্রাথমিক সনাক্তকরণের গুরুত্ব তুলে ধরে।

ধূমপান, তামাক চিবানো বা অ্যালকোহল পান মাথা ও ঘাড়ের ক্যান্সার হওয়ার সবচেয়ে বড় ঝুঁকি তৈরি করে। প্যাসিভ ধূমপানও ক্যান্সারের ঝুঁকির কারণ হতে পরে। প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্ত করা হলে এই ক্যান্সারগুলি প্রায়শই চিকিৎসাযোগ্য এবং বেশির ভাগই প্রতিরোধযোগ্য।

The Statesman

Date: 30/07/2023

SSKM in select company for its cancer research- *The Statesman, 30th July 2023*

SSKM in select company for its cancer research

TARUN GOSWAMI

If things go as planned, SSKM Hospital will be on the world map due to its path-breaking role in cancer research, said Dr Diptendra Sarkar, surgical oncologist of the premier health care institution.

The SSKM Hospital has been selected as the first global centre, where the new experiment will be carried out while the second centre will be London.

In both the cases two Bengali doctors, namely Dr Partha Basu and Dr Debashis Bose are playing major roles.

Portable Ultrasound (PUS) devices can detect breast cancer instantly. One end of the device has a probe and it is placed on the breast and the other end is cordless. It is connected with an app, which helps in detecting lump in breast instantaneously.

The World Health Organization (WHO) has presented two such devices, worth Rs 10 lakh each, to SSKM hospital. The hospital is waiting for a nod from the ministry of health, which is expected any time, said professor Dr Diptendra Sarkar, surgical oncologist, SSKM Hospital.

The experiment will be carried out on 200 women and that will be monitored by WHO in France. Dr Partha Basu is the global head of the Internal Agency for Research in Cancer (IARC) of WHO. Experts from WHO had come to SSKM Hospital in January and trained the doctors. It will give 20,000 Euro to the West Bengal government to carry out the research.

Dr Sarkar said if the device becomes successful, it will be a path-breaking event in the treatment of breast cancer. Mammogram, which is commonly done to detect lumps in breasts, is effective for women who are above 50 years and above. This device will be able to detect cancer in women who are below 50 years. WHO experts who had come to the city had expressed satisfaction with the infrastructure.

Presidency General (PG) Hospital became known to the world after Ronald Ross discovered the transmission of malaria in human beings at this hospital, which fetched him a Nobel Prize in physiology or medicine in 1902.

It may be mentioned that chief minister Mamata Banerjee has given special emphasis on the treatment of cancer. On her way to Nabanna, the state administrative headquarters, she often visits SSKM hospital to see the functioning of the premier institution.

During the British period, it was called the Presidency General Hospital and the Europeans were treated here.

Dr Sarkar said "There is a general belief in people that they would get the best treatment in SSKM hospital and so they come here for detection and treatment. As a result, the load on the hospital is going up every day."

Statistics states that around 15,000 people come to the out patient department of SSKM hospital daily which is far above than Post Graduate Institute, Chandigarh, where the average attendance is around 5,130 and AIIMS, New Delhi, which is around 4,500. In surgical oncology, around 800 patients come daily on an average. "The doctors at SSKM hospital are well trained and they handle the patients by following the modern method of treatment," he said, adding "SSKM is an institution and one of the finest health care establishments in eastern India," he maintained.

The Government of India has accepted the WHO guideline that there should be one doctor for 1,000 people. Initially, the target was fixed that by 2030 it would be achieved but now GOI is saying that by 2047 when the country will be celebrating its centenary of Independence, the target will be achieved.

In West Bengal now the ratio is one doctor for 1,600 people and with the coming up of private and government medical colleges, the target will be met in the state within the next one decade.

Dr Sarkar said the health infrastructure in the state has improved a lot in the past one decade and the steps that have been taken by the state government, within the next couple of years West Bengal will reach a very good position in the government health care system in the country.

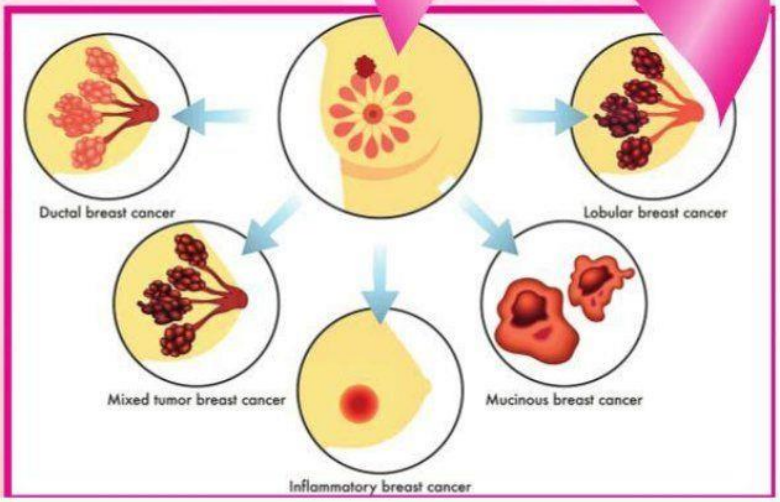

The Statesman Sun, 30 July 2023
https://epaper.thestatesman.com/c/73077973

July 2023

Newspaper Clips

Chittaranjan National Cancer Institute

CNCI Library